দৈনিক জনকণ্ঠ

FEB. 24 2001

পাঠ্যপুস্তক নিয়ে জটিলতা কাটেনি॥ শিক্ষা ব্যবস্থায় নেমে এসেছে দুঃসহ স্থবিরতা

মাসুদ কামাল

পাঠ্যপুস্তক নিয়ে সৃষ্ট জটিলতার অবসান হয়নি এখনও। মাধ্যমিক স্তরের পুস্তক প্রকাশ এবং বাজারজাতের একমাত্র দায়িত্বপ্রাপ্ত বেক্সিমকোর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান পুস্তকা এতদিনে ৬০টির মধ্যে মাত্র ২৫টি বিষয়ের বই দিতে পেরেছে। নির্ধারিত সময়ের দু'মাস পরেও কেবল বিষয়ের দিক দিয়েই নয়, সংখ্যার বিবেচনাতেও বই প্রকাশিত হয়েছে চাহিদার বড় জোর ২০ শতাংশ। অবশ্য প্রকৃত সংখ্যার ব্যাপারে বোর্ডের কোন ধারণাই নেই। কারণ তারা এ পর্যন্ত কোন রয়্যালিটি পায়নি পুস্তকার কাছ থেকে, দেয়নি তারা সেল পারমিশনও।

মাধ্যমিক স্তরের ৬০টি বিষয়ের আড়াই কোটিরও বেশি বই প্রকাশ ও বাজারজাত করার জন্য এককভাবে দায়িত্ব পেয়েছিল এবার বেক্সিমকোর অঙ্গ প্রতিষ্ঠান পুস্তকা। দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী কথা ছিল ১৫ ডিসেম্বরের মধ্যে সমস্ত বই ছাপা, বাঁধাই শেষ করে বাজারজাত করবে তারা। পরে অবশ্য পুস্তকা আবেদন করে টেক্সটবুক বোর্ডের কাছ থেকে এক সপ্তাহ সময় বাড়িয়ে নেয়। সেই ২১ ডিসেম্বরও পার হয়ে গেছে দু'মাস আগে। অর্ধেক বইও প্রকাশিত হয়নি এখনও।

নির্ধারিত সময়ে ছাত্রছাত্রীরা পাঠ্যপুস্তক না পাওয়ায় পুরো শিক্ষাব্যবস্থায় নেমে এসেছে এক দুঃসহ স্থবিরতা। দেশের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই এখনও সব ক'টি পিরিয়ড হচ্ছে না। শিক্ষকরা জানিয়েছেন, পাঠ্যবই ছাড়া ক্লাস নেয়া সম্ভব নয়। পুরনো বই যে পড়ানো হবে, সে সুযোগও নেই। কারণ ইতোমধ্যেই সরকারী চিঠি গেছে স্কুলগুলোতে— পুরনো বই ব্যবহার না করার

পাঠ্যপুস্তক নিয়ে

(১২-এর পাতার পর)

জন্য। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক স্বাক্ষরিত সে চিঠিতে বলা হয়েছে, পুরনো বই পড়ানো হলে স্কুলগুলোর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে। ফলে একদিকে নতুন বই নেই, অপরদিকে পুরনো বই ব্যবহার করা যাবে না— এ রকম টানাপোড়েনে ছাত্র-শিক্ষকদের এখন এক ত্রাহি অবস্থা।

স্কুলগুলোতে পুরনো বই পড়ানোতে নিষেধাজ্ঞা জারি হলেও অসাধু ব্যবসায়ীরা কিন্তু ঠিকই মুনাফা লুটে নিচ্ছে। বাজারে বিভিন্ন লাইব্রেরিতেই নতুন মলাটের ভিতরে পাওয়া যাচ্ছে ১৯৯৬ সালের পুরনো বই। যারা কেবল মলাট দেখে কিনছে, ঠকছে তারা। এদিকে নকল বইয়েও ছেয়ে গেছে বাজার। ইতোমধ্যে নকল বই ছাপতে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়েছে সূত্রাপুরের একটি প্রেস। পুলিশ সেখান থেকে উদ্ধার করেছে বিপুল পরিমাণ নিরাপত্তা কাগজ এবং বিভিন্ন শ্রেণীর মুদ্রিত ফর্মা। এসবের পাশাপাশি বিক্রি রমরমা এখন নোট ও গাইড বইয়ের। নিম্নমানের এবং উচ্চ মূল্যের এই প্রতিটি নোট বইয়েই দাবি করা হয়েছে সেগুলো নতুন সিলেবাসের বলে। ফলে উপায়ন্তর না দেখে অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীরা তিন-চার গুণ মূল্যে কিনতে বাধ্য হচ্ছে এসব অবৈধ নোট বই।

বাজারে এ পর্যন্ত কত বই সরবরাহ করা হয়েছে তার যথাযথ হিসাব দিতে পারছে না কেউই। পুস্তকাকে জিজ্ঞাসা করলে তাদের কাছ থেকে মুখস্থ উত্তর পাওয়া যাচ্ছে— 'পর্যাপ্ত বই ছাড়া হয়েছে।' কিন্তু এই পর্যাপ্ত সংখ্যক বলতে ঠিক কত তা বলছে না তারা। বোর্ড কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে মুখই খুলছে না। তবে বোর্ডের এক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানিয়েছেন, পুস্তকা আসলে ঠিক কত বই বাজারে ছেড়েছে তার কোন হিসাব নেই বোর্ডের কাছে। এ হিসাবটি বোর্ড পায় সেল পারমিশন দেয়ার সময়। কিন্তু পুস্তকা তো সেল পারমিশনের তোয়াক্কাই করেনি। নিজেদের খেয়াল-খুশিমতো গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ না করেই বই প্রকাশ করছে তারা। ফলে বোর্ডের প্রধান আয়- রয়্যালিটি প্রাপ্তি থেকেও বঞ্চিত হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। বাংলাবাজারের একাধিক প্রকাশকের মতে, এ রকম পরিস্থিতিতে পুস্তকার পারফরমেন্স গ্যারান্টি বাজেয়াফত করে প্রতিষ্ঠানটিকে কালো তালিকাভুক্ত করা উচিত ছিল। কিন্তু তা না করে, বোর্ড রয়্যালিটির সঙ্গে পিজি সমন্বয় করার মতো আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তাদের মতে পুস্তকার স্বার্থ রক্ষায় নিয়োজিত বোর্ডের গুটিকয়েক প্রভাবশালী ব্যক্তির কারণেই শত অনিয়মের পরেও কেশাগ্র স্পর্শ করা যাচ্ছে না পুস্তকার।